জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু সমাধি সৌধ কমপ্লেক্স, টুঙ্গিপাড়া, রবিবার, ৩ চৈত্র ১৪২৫, ১৭ মার্চ ২০১৯

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি
সহকর্মীবৃন্দ
প্রাণপ্রিয় ছোট্ট সোনামণিরা এবং
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

"বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর জীবন করো রঙিন**"** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছর জাতির পিতার ৯৯তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিশুদের জন্য একটি সুন্দর বাসযোগ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাতির পিতা। তাই তাঁর জন্মদিনকে আামরা 'জাতীয় শিশু দিবস' ঘোষণা করেছি।

আজকে এই মহান নেতার জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা-ভাইসহ সকলকে। স্মরণ জাতীয় চার-নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনকে।

ছোট্ট বন্ধুরা,

বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। শিশু বয়স থেকেই নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী অর্জন করেছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন পরোপকারী। বন্ধুকে ধরে নিয়ে মারধর করা হচ্ছিল, সেই খবর শুনে দলবল নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে উদ্ধার করে আনেন। আর এজন্য তার নামে মামলা হয়। যেতে হয় কারাগারেও। সেটা ১৯৩৮ সালের ঘটনা।

কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি পাকিস্তান বাস্তবায়ন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সেখানে জাতিগত দাঙ্গার সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে যে পাকিস্তানের জন্ম হয়, সে পাকিস্তান বাঙালির আবাসভূমি ছিল না- এ সত্যটি সবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাইতো তিনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে সবার আগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেন। জেল খাটেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার হন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পিকেটিং করার সময় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান শাসনামলের পরবর্তী ২২ বছরে জেলখানাই ছিল তাঁর অনেকটা স্থায়ী নিবাস। তিনি মোট ৪,৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন।

৬৯-এর ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ছাত্র-জনতা তাঁকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়। ৭০-এর নির্বাচনে বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার পক্ষে জানায় অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এ নির্বাচনী বিজয়কে মেনে নেয়নি। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

২৫-এ মার্চ কালরাত্রিতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ শুরু করলে ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেসের মধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর বঙ্গবন্ধুকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মদান এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বীর বাঙালি একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৭২-এর ১০ই জানুয়ারি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ করছিলেন, তখনই প্রতিক্রিয়াশীল স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে পুরস্কৃত করে। স্বঘোষিত খুনীদের অনেককে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে কূটনীতিকের চাকুরি দেওয়া হয়। আবার কাউকে কাউকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে সংসদে বসায়।

খুনীরা ভেবেছিল কেউ কোনদিন তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে পারবে না। জনগণের সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার হয়েছে। বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। কয়েকজন খুনী বিদেশে পালিয়ে আছে। আমরা তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করব।

৭৫-পরবর্তী শাসকেরা জাতির পিতার নাম মুছে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয় শাসকেরা। পাঠ্য পুস্তকে বিকৃত ইতিহাস সংযোজন করে কোমলমতি শিশুদের বিভ্রান্ত করা হয়। যে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গোটা বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়। বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ককে কলঙ্কিত করার এমন কোন হীন প্রচেষ্টা নেই যে তারা করেনি।

আজকের শিশুই আগামী দিনে এ দেশকে নেতৃত্ব দিবে। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয় ১৯৮৯ সালে। তারই আলোকে জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়।

বাল্যবিবাহ রোধে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন সময়োপযোগী করা হয়েছে। প্রায় শতভাগ শিশুর স্কুলে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। সারা দেশে স্কুলে ঝরেপড়া রোধে উপবৃত্তি এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এলাকায় মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। ফলে ঝড়েপড়ার হার কমে এসেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাকে করা হয়েছে আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য।

প্রতিটি জেলা সদরে একটি করে মোট ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবসহ সারাদেশে দুই হাজার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপন করা হয়েছে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব- যা প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলবে।

ছোট্ট সোনামণিরা,

তোমরা জেনেছ বঙ্গবন্ধু ছিলেন শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ। শিশুর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার জন্যই জাতির পিতা তোমাদের জন্য চিড়িয়াখানা ও জাদুঘর স্থাপন করেছিলেন। শিশু রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত আদরের। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে নেই। শিশু রাসেলও নেই। তোমাদের মধ্যে আমি আজও আমার ছোট্ট ভাই রাসেলকে খুঁজে ফিরি। বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তোমাদের মাধ্যমেই তা পূরণ হবে।

আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমরা যে সব বিষয়ের অবতারণা করেছ, সেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করব।

আমার ব্যক্তিগত কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। আমি শুধু কাজ করছি এই দেশটাকে তোমাদের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলার। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যাতে খেয়ে-পড়ে ভালভাবে বাঁচতে পারে, প্রতিটি শিশু যাতে পড়ালেখার সুযোগ পায়, সবাই যাতে উন্নত-সমৃদ্ধ জীবনের স্বাদ পায়, সেটা অর্জন করাই আমার লক্ষ্য। এজন্যই আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি এবং যতদিন বাঁচব, যতদিন সামর্থ্য থাকবে, তা করে যাব। আমিও তোমাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এই গোপালগঞ্জেরই কালজয়ী কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে চাই:

‘যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।’

সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...